(যাকে আল্লাহ অপমান করেন, তাকে ইজ্জত দেয়ার কেউ নেই)

উলামায়ে আহলে সুন্নাতের দৃষ্টিতে ইয়াযীদ

মূল : ইমামুল মুনাজিরীন হযরত মাওলানা
সূফী মুহাম্মদ আল্লাহ দিত্তা নক্বশবন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

অনুবাদ :
মুহাম্মদ আলমগীর হোসাইন রেজভী আন-নাজিরী

রেজভীয়া দরগাহ্ শরীফ, নেত্রকোণা, বাংলাদেশ
ফেসবুক : facebook.com/razvia.dargah786; ওয়েব : www.rejvia.com

من يهن الله فما له من مكرم
(যাকে আল্লাহ অপমান করেন, তাকে ইজ্জত দেয়ার কেউ নেই)

উলামায়ে আহলে সুন্নাতের দৃষ্টিতে ইয়াযীদ

মুল : ইমামুল মুনাজিরীন হযরত মাওলানা সুফী মুহাম্মদ আলাহ দিত্তা নক্বশবন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

অনুবাদ

মুহাম্মদ আলমগীর হোসাইন রেজভী আন-নাজিরী
খাদেম : রেজভীয়া দরগাহ্ শরীফ, নেত্রকোণা
সাংগঠনিক সম্পাদক : বাংলাদেশ রেজভীয়া উলামা পরিষদ
ই-মেইল : alamgirnajiry@gmail.com

সম্পাদনায় : বাংলাদেশ রেজভীয়া উলামা পরিষদ

রেজভীয়া দরগাহ্ শরীফ, নেত্রকোণা, বাংলাদেশ

ফেসবুক : facebook.com/razvia.dargah786; ওয়েব : www.rejvia.com

যেখানে যা রয়েছে

♦ কৈফিয়ত.....4
♦ ইয়াযীদের সংক্ষিপ্ত এবং বিশেষ পরিচিতি.....6
♦ ইয়াযীদের ব্যাপারে আলিমে মা কানা ওয়া মা ইয়াকুন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা'র ফরমান.....7
♦ মদীনাবাসী এবং ইয়াযীদ.....9
♦ মহান ইমাম ইবনু জারীর তাবারী'র বর্ণনায় ইয়াযীদ.....10
♦ ইয়াযীদের ব্যাপারে সাহাবী আবু বারযাহ আসলামী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র আক্বীদা.....13
♦ ইয়াযীদের ব্যাপারে ইবনু কাছীরের আক্বীদা.....13
♦ হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানী সুন্নী শাফেয়ী-এর আক্বীদা.....14
♦ হযরত উমর বিন আব্দল আযীয রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট ইয়াযীদকে আমীরুল মুমিনীন বলার.....14
♦ আল্লামা যাহাবী-এর আক্বীদা.....15
♦ আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ইমাম বুখারী সুন্নী শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর আক্বীদা.....15
♦ হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং ইয়াযীদ.....16
♦ আবু শুকুর সালামী মুহাম্মদ বিন আব্দুস সাঈদ বিন কুশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর বক্তব্য.....16
♦ আল্লামা তাফতাযানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর আক্বীদা.....17
♦ শায়খ কামালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ, যিনি ইবনু আবী শরীফ (কুদ্দিসা সিররুহু) শাফেয়ী হিসেবে পরিচিত, তাঁর বক্তব্য.....17
♦ আল্লামা আব্দুল আযীয মরহুম নিবরাস শরহে আক্বায়েদে বলেন.....18
♦ আল্লামা মুল্লা আলী কারী আল-মাক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বক্তব্য.....18
♦ শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন.....19
♦ উম্মতে মুসলিমার মাঝে মতানৈক্য.....21
♦ কসতানতানিয়ার যুদ্ধের হাদীস.....22
♦ ঘোষনা.....24

কৈফিয়ত

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي ونسلم علي رسوله وعلي اله واصحابه واهل طاعته اجمعين

বর্তমান ফেতনা ফাসাদের সময়, যখন চলছে মুসলমানদের ক্রান্তিলগ্ন। এমন কঠিন মূহুর্ত যে, মুসলমান নামে বহু দল-উপদলের সৃষ্টি হয়ে ধর্মের অপব্যাখ্যায় লিপ্ত হয়েছে, যা অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবী পাকের ভবিষ্যৎবাণীও ছিল। ইসলামের যে সকল মৌলিক বিষয়াবলী প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছর যাবত চলে আসছে, আজ তারা তা অস্বীকার ও বিকৃতি করছে। এদের মধ্যে সময়ের সবচেয়ে বড় ফিতনা হল, 'নব্য সালাফী' সম্পদায়। যারা নাপাক ইয়াযীদের মত ব্যক্তিও রবের সন্তুষ্ট ও রহমতপ্রাপ্ত তথা **'রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু' ও 'রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'** বলতে শুরু করে দিয়েছে। এমনকি নবী পাকের কলিজার টুকরা, জান্নাতী যুবকদের সরদার, যার ভালবাসা ঈমানের পূর্ণতা সে ইমাম হুসাইন সম্পর্কেও মন্তব্য ছুড়ে দিচ্ছে যে, তিনি নাকি সত্যের উপর ছিলেন না। (নাউযু বিল্লাহ)

এ সকল উদ্ভট বিভ্রান্তির জবাবে উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুনাজির সূফী মুহাম্মদ আল্লাহ দিত্তা রাহিমাহুল্লাহ এর **"উলামায়ে আহলে সুন্নাত কি নযর মে ইয়াযীদ"** কিতাবটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ এবং ঐ সকল জাহেলদের মোকাবেলায় শক্ত চ্যালেঞ্জ হিসেবে মনে করলাম এবং দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে ইয়াযীদের ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের রায় কি? এ ধরনের জিজ্ঞাসাও আসতেছিল। বিশেষতঃ আমাদের অনেক উলামায়ে কিরামও এ ব্যাপারে একটি জবাব প্রদানের নিমিত্তে অনুরোধ করেছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে সময়ের স্বল্পতা এবং ভাষাগত দৈন্যতা থাকা সত্ত্বেও এ গবেষণাধর্মী বইটির অনুবাদ করা হল।

আল্লাহ পাক আহলে বাইত ও শুহাদায়ে কারবালার সদকায় কবুল করুন। আমিন।

-অনুবাদক
তারিখ : ০১ মহররম, ১৪৩৬ হিজরী
১১ কার্তিক, ১৪২১ বাংলা
২৬ অক্টোবর, ২০১৪ ইং

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفي والصلواة والسلام علي حبيبه المصطفي واله واصحابه واوليائه الاتقياء
اما بعد

পৃথিবীতে ধর্মতো আরো অনেকেই রয়েছে কিন্তু আল্লাহ তায়ালা'র নিকট গ্রহনযোগ্য এবং পছন্দনীয় একমাত্র ধর্ম শুধু 'ইসলাম'-ই। স্বয়ং আল্লাহ পাক পবিত্র কুরাআন মাজীদে ইরশাদ করেন-

ان الدين عند الله الاسلام

অর্থাৎ, নিশ্চয় ধর্ম আল্লাহ'র নিকট ইসলাম-ই। সুতরাং ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধমকে সত্য বলে জানা মূলতঃ কুরআন কারীমকেই অস্বীকার করা। আর এ ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হুযুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান-

تفترق امتي ثلث وسبعين ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابه

অর্থাৎ, আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে, একটি দল ছাড়া বাকী সবক'টি হবে জাহান্নামী। লোকজন জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ এক দল কারা হবে? ইরশাদ করলেন, যারা আমার এবং আমার সাহাবাগণের পথ ও মতের হবে।{১}

এ হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণ হল যে, তারাই হবে জান্নাতী দল, যাদের আমল এবং আক্বীদা সাহাবায়ে কিরামের অনুরূপ হবে। আর সাহাবায়ে কিরামকে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, عليكم بسنتي অর্থাৎ, তোমরা আমার সুন্নাতকে নিজেদের জন্য আবশ্যক করে নাও। বুঝা গেল যে, সকল সাহাবায়ে কিরাম আহলুস সুন্নাতেরই অন্তর্ভূক্ত ছিলেন এবং এটিই একমাত্র সত্য পথ, বাকী সবগুলো নতুন সৃষ্ট এবং বাতিল। অন্তরে অধিক প্রশান্তির জন্য নিম্নে হাদীস শরীফ উপস্থাপন করা হল-

اخبرنا احمد بن محمدالقيقي وعلي بن المحسني القاضي قالا حدثنا محمد بن العباس الخراز حدثنا ابو بكر بن العلاف حدثنا ابو عمر الدوري حدثنا علي بن قدامةالجزري عن مجاشع بن عمر عن ميسرة بن عبد ربه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين سودت وجوههم فاهل البدع والاهواء واما الذين ابيضت وجوههم فاهل السنة والجماعة

অর্থাৎ, সায়্যিদুনা ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা ফরমান- "কিয়ামতের দিন কারো চেহারা সাদা হবে কারো চেহারা কালো হবে। আর কালো হবে বিদ'আতী এবং প্রবৃত্তি পূজারীদের চেহারা এবং সাদা হবে আহলুস সুনাত ওয়াল জামায়াত এর চেহারাসমূহ।{২}

{১} মিশকাত, পৃষ্ঠা : ৩০
{২} তারীখে বাগদাদ, কৃত: খতীবে বাগদাদী, খন্ড: ৭, পৃষ্ঠা : ৩৭৯

এ হাদীসটি সায়্যিদুনা হাফিজ জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনটি সনদে বর্ণনা করেছেন।{৩}

♣ গাইরে মুক্বাল্লিদ-ওহাবীদের ইমাম কাযী শাওকানী বলেন-

اخرج ابن ابي حاتم والخطيب عن ابن عباس في قوله)يوم تبيضت وجوه(وجوه اهل السنة والجماعة وتسودت وجوه اهل البدع والضلالة واخرجه الخطيب والديلمي عن ابن عمر مرفوعا واخرجه ايضا مرفوعا ابو نصرن السجزي في الابانة عن ابي سعيد

অর্থাৎ, ইবনু আবী হাতিম এবং খতীবে বাগদাদী ইবনু আব্বাস থেকে "কিয়ামতের দিন চেহারাসমূহ সাদা হবে" এর ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন যে, সাদা চেহারা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত-এর এবং কালো চেহারা বিদ'আতী এবং গোমরাহীদের হবে। এ হাদীসটিকে খতীবে বাগদাদী এবং ইমাম দায়লামী ইবনে উমর থেকে মারফু' সূত্রে নকল করেছেন। একইভাবে আবু নছর সিজযী ইবানাত গ্রন্থে আবু সাঈদ হতে মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। {৪}

সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা'র উল্লেখিত বাণী হতে প্রমাণিত হল যে, প্রত্যেক মুসলমানদেরকে কিয়ামতের দিন কালো মুখ হতে বাচার জন্য আক্বায়েদ এবং আমলের ক্ষেত্রে সকল বিদ'আতী এবং বদবখতদের থেকে আলাদা হয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত-এর সাথে সম্পর্ক করা। কুরআন মাজীদেও ঈমানদারদেরকে একই দিকে পথ নির্দেশ করা হয়েছে যে, হে মুসলমানগণ! নামাজের ভিতর আমার কাছে নবী ও অলীগণের রাস্তা প্রার্থনা কর, এটাই সিরাতুল মুস্তাক্বীম। সুতরাং উল্লেখিত বিষয়কে সামনে রেখেই ইয়াযীদের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম এবং আহলুস সুন্নাতের উত্তরসূরি আলেমগণের বক্তব্যসমূহ অত্র লিখনীতে পেশ করা হবে ইন শা-আল্লাহ। যেন ইয়াযীদের দূসর এ সকল বদনসীবদের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যায়।

♦ ইয়াযীদের সংক্ষিপ্ত এবং বিশেষ পরিচিতি ♦

♣ হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানী বর্ণনা করেছেন যে,

يزيد بن معاوية بن ابي سفيان صخر بن حرب بن امية بن عبد شمس ابو خالد ولد في خلافة عثمان

অর্থাৎ, ইয়াযীদ হযরত মুয়াবিয়া'র পূত্র, তিনি আবু সুফিয়ানের পূত্র, তিনি সাখর-এর পূত্র, তিনি হারব-এর পূত্র, তিনি উমাইয়্যা'র পূত্র, তিনি আব্দে শামস-এর পূত্র। ইয়াযীদের কুনিয়াত আবু খালেদ। সে হযরত উছমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র খিলাফাত কালে জন্মগ্রহণ করেছে। {৫}

{৩} তাফসীরে দুররে মানছুর, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা: ৬৩
{৪} তাফসীরে ফাতহুল ক্বাদীর, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৭১
{৫} তাহযীবুত তাহযীব, খন্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ২৬০

♣ হাফিজ আসকালানী আরো বলেছেন যে,

قد ابطل من زعم انه ولد في العهد النبوي

অর্থাৎ, এ কথা সম্পূর্ণ বাতিল যে, যারা বলে ইয়াযীদের জন্ম নবী পাকের সময় হয়েছিল। {৬}

♦ইয়াযীদের ব্যাপারে আলিমে মা কানা ওয়া মা ইয়াকুন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা'র ফরমান ♦

★ হাদীস নং-১ :

عن ابي عبيدة بن الجراح قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يزال هذا امر امتي قائما بالقسط حتي يكون اول من يثلمه رجل من بني امية يقال له يزيد

অর্থাৎ, উবায়দা বিন জাররাহ বলেন যে, আল্লাহ'র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- আমার উম্মতের কাজ-কর্ম ন্যায়-নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, তবে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি তাতে ফাটল ধরাবে সে উমাইয়্যা বংশের হবে এবং তার নাম হবে ইয়াযীদ। {৭}

* জরুরী টীকা :

ইবনু হাজার মাক্কী'র ছাওয়ায়েকে মুহাররাকা কিতাবের ২১৯ নং পৃষ্ঠায়ও এ হাদীসটি রয়েছে, তবে এখানের সনদ দূর্বল। সনদটি হল-

قال ابو يعلي في مسنده حدثنا الحكم بن موسي قال حدثنا الوليد عن الاوزاعي عن مكحول ابو عبيدة بن الجراح قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم

অর্থাৎ, মুহাদ্দিস আবু ইয়া'লা তাঁর মুসনাদে বলেন যে, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাকাম বিন মূসা, তাঁকে ওয়ালীদ, তিনি আওযায়ী থেকে, তিনি মাকহুল থেকে, তিনি উবায়দাহ বিন জাররাহ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন...। {৮}

মাযমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থকার বলেন, এ হাদীসের সকল বর্ণনাকারী পাকাপোক্ত তবে হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ এর সাথে মাকহুলের সাক্ষাৎ হয়নি। {৯}

{৬} লিসানুল মীযান, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২৯৩
{৭} মাযমাউয যাওয়ায়েদ, খন্ড: ৫, পৃষ্ঠা : ২৪১;
লিসানুল মীযান, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২৯৪;
তারীখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা : ১৪২
{৮} লিসানুল মীযান, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২৯৪
{৯} মাযমাউয যাওয়ায়েদ, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৪২

★ হাদীস নং-২ :

اخرج الروياني في مسنده عن ابي الدرداء سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول اول من يبدل سنتي رجل من بني امية يقال له يزيد

অর্থাৎ, মুহাদ্দীস রূইয়ানী স্বীয় মুসনাদে আবু দারদা হতে বর্ণনা করেনছেন যে, আমি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমার সুন্নাত তথা মত ও পথকে সর্বপ্রথম পরিবর্তনকারী যে হবে সে উমাইয়্যা বংশের এবং তার নাম ইয়াযীদ। {১০}

এ দু'টি পবিত্র বাণী নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ইয়াযীদের ব্যাপারে। এখন পাঠক নিজেই ফায়সালা করে নিন যে, **যারা ইয়াযীদকে 'রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু' এবং 'রাহমাতুল্লাহি আলাইহি' বলে থাকে, তাদের মধ্যে কে এমন রয়েছে যে স্বয়ং নবী পাকের প্রতি মিথ্যারূপ করবে!** ইয়াযীদের প্রেমিকগণ নিজেরাই একটু চিন্তা কর, যে ব্যক্তি নবী পাকের উম্মতের রাজত্বে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে এবং নবীজীর সুন্নাতকে পরিবর্তন করে দিয়েছে, সে তোমরা মুক্বাল্লিদ বা গাইরে মুক্বাল্লিদ ওহাবীদের নিকট আল্লাহ'র সন্তুষ্টপ্রাপ্ত এবং রহমতের উপযুক্ত হয়ে গেল? তবে বিদ'আতী হওয়ার ফতোয়া কাদের উপর প্রযোজ্য?? সুন্নাতের খেলাফ আক্বীদা তোমরা রাখ আর বিদ'আতী বলে বেড়াও অন্যদেরকে??? নিজেদের প্রতি সামান্যতম হলেও লজ্জাবোধ রাখ।

★ হাদীস নং-৩ :

قال الحافظ ابو يعلي حدثنا زهير بن معرب حدثنا فضل بن ركين ثنا كامل ابو العلا سمعت ابا صالح سمعت ابا هريرة يقول قال رسول الله صلي الله عليه وسلم تعوذوا بالله من سنة ستين وامارة الصبيان

অর্থাৎ, হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা ৬০ (হিজরী) সাল এবং ছেলে-ছোকরাদের হুকুমত থেকে আল্লাহ'র নিকট পানাহ চাও। {১১}

আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া কিতাবে ভুলবসত ৬০ সালের জায়গায় ৭০ সাল লিখা হয়ে গেছে। এর প্রমাণ এই যে, হাফিজ ইবনু হাজার মাক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা এ দুয়া করতেন যে-

اللهم اني اعوذبك من رأس الستين وامارة الصبيان

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ৬০ সালের শুরু এবং ছোকরাদের হুকুমত থেকে আশ্রয় চাই।

{১০} তারীখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা :১৪২;
ছাওয়ায়েকে মুহাররাকা, পৃষ্ঠা :২১৯
{১১} আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৩১

এরপর তিনি আরো বলেন -

فاستجاب الله فتوفاه له سنة تسع وخمسين وكانت وفاة معاوية وولادة ابنه سنة ستين فعلم ابو هريرة بولاية يزيد في هذه السنةفاستعاذ منها لما علمه من قبيح احواله بواسطة اعلام الصادق المصدوق صلي الله عليه وسلم بذالك

অর্থাৎ, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর দুয়া কবুল করেছেন এবং তাঁকে ৫৭ সালেই ওফাত দিয়ে দিয়েছেন। হযরত মুয়াবিয়া এর ওফাত এবং তাঁর পূত্র ইয়াযীদের হুকুমত ৬০ সালেই শুরু হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা জানতেন যে, এ ৬০ সালেই ইয়াযীদের হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হবে, কাজেই তিনি তার থেকে পানাহ চেয়েছেন। কেননা প্রকৃত সত্যের ধারক নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ইয়াযীদের হুকুমতের এ দূরাবস্থার কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন।{১২}

এ ৩নং হাদীস থেকে ইয়াযীদের হুকুমতের নিকৃষ্টতাও প্রমাণিত হয়ে গেল এবং সাথে তাও প্রমাণিত হল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা'র সাহাবী বিশেষত সাইয়্যেদুনা হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইয়াযীদের রাজত্ব হইতে পানাহ চাইতেন।

♦ মদীনাবাসী এবং ইয়াযীদ ♦

ইমাম সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেন-

اخرج الواقدي من طرق ان عبد الله بن حنظلة بن الغسيل قال والله ما خرجنا علي يزيد حتي خفنا ان نري بالحجارة من السماء ان رجلا ينكح امهات الاولاد والبنات والاخوات ويشرب الخمر ويدع الصلواة

অর্থাৎ, ইমাম ওয়াকেদী কয়েকটি সনদে এটি বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ বিন হানযালা বিন গাসীল বলেন- আল্লাহর শপথ! ঐ সময় পর্যন্ত আমরা ইয়াযীদের শাষন থেকে বের হইনি, এমনকি আমাদের ভয় হতে লাগল যে, যদি আমরা তার বায়'আত না ভংগ করি, তবে আমাদের উপর আসমান হতে পাথর বর্ষন হয় কিনা। ইয়াযীদ একই ব্যক্তির মা, মেয়ে এবং বোনদের বিবাহকারী, শরাব পানকারী এবং নামাজ ত্যাগকারী। {১৩}

খাতিমুল হুফফাজ সায়্যিদুনা সুয়ূতী এবং হাফিজ ইবনু হাজার মাক্কী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, ৬৩ হিজরীতে ইয়াযীদ জানতে পারল যে, মদীনাবাসী তার বায়'আত কে অস্বীকার করেছে এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষন করেছে। তৎক্ষনাৎ সে অনেক সৈন্যদল পাঠিয়ে দিয়েছে তাঁদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য এবং তাদের বলে দিয়েছে যে, মদীনাবাসীর সাথে যুদ্ধ শেষে মক্কায় গিয়ে হযরত ইবনু যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু

{১২} ছাওয়ায়েকে মুহাররাকা, পৃষ্ঠা : ২১৯
{১৩} তারীখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা : ১৪২

আনহু'র সাথে যুদ্ধ করবে। এমনকি মদীনার বাবে তাইয়্যেবায় হাররা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। আর যুদ্ধ কেমন হয়েছে এ ব্যাপারে একবার হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, "এমন কোন ব্যক্তি ছিলনা যে তার ঐ সৈন্যদলের অত্যাচার থেকে হেফাজতে ছিল। অনেক সাহাবা এবং অসংখ্য লোক এ যুদ্ধে শহীদ হয়েছে, মদীনা মুনাওয়ারাকে লুট করা হয়েছে এবং সহস্র মেয়েদের কুমারিত্ব হরণ করেছে। {১৪}

হুফফাজে হাদীসগণের উল্লেখিত বর্ণনাটি স্মরণে রাখুন আর নবী মুস্ফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার এ ফরমানটুকুও শুনুন। ইরশাদ হয়েছে-

عن السائب بن خلأد ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من أخاف اهل المدينة ظلما اخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامةصرفا ولا عدلا

অর্থাৎ, সায়েব বিন খাল্আদ বলেন যে, নিশ্চয় রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরাশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মদীনাবাসীর ভিতর অত্যাচারের মাধ্যমে ভয় সৃষ্টি করবে,আল্লাহ তাকে ভীত করে দিবেন এবং আলাহ, সকল ফেরেশতা এবং মানুষের লা'নত (অভিশাপ) তার উপর। কিয়ামতের দিন তার কোন নেক কাজই কবুল হবে না। {১৫}

এ হাদীসটি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল স্বীয় মুসনাদে ৪টি সনদে বর্ণনা করেছেন। যার থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ হয়ে যায় যে, মদীনাবাসী মুমিন-মুসলিমদেরকে ভীতি সৃষ্টকারী স্বয়ং আল্লাহ, তার সকল ফেরেশতা এবং মানুষের লা'নত প্রাপ্ত এবং তার কোন নেক কাজই কবুল হবে না।

♦ মহান ইমাম ইবনু জারীর তাবারী'র বর্ণনায় ইয়াযীদ ♦

ইয়াযীদের ব্যাপারে মহান ইমাম ইবনু জারীর তাবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর তারীখ থেকে উদৃতিটি পেশ করার পূর্বে এ মহান ইমাম-এর গৌরবময় কিছু শান আলোচনা করা প্রয়োজন। কেননা খারেজীরা এই জলীলুল ক্বদর ইমামের বর্ণনাকে এ বলে ফেলে দিতে চাইবে যে, ইবনে জারীর তাবারী কট্টরপন্থী শিয়া ছিলেন। তাই নিম্নে এ মহান ইমাম সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের বক্তব্য তুলে ধরা হল-

★ হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর সম্পর্কে বলেন-

محمد بن جرير بن يزيد الطبري الامام الجليل المفسر ابو جعفر .... اقذع احمد بن علي السليماني الحافظ فقال كان يصنع للروافض كذا قال السليماني وهذا رجم بالظن الكاذب بل ابن جرير من كبار ائمة الاسلام

{১৪} তারীখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা : ১৪২;
ছাওয়ায়েকে মুহাররাকা, পৃষ্ঠা : ২১৯
{১৫} মুসনাদে ইমাম আহমদ, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫৫

অর্থাৎ, মুহাম্মদ বিন জারীর বিন ইয়াযীদ আত-তাবারী, তিনি জলীলুল ক্বদর ইমাম ও মুফাসসীর। তাঁর কুনিয়াত আবু জাফর।.... তাঁর ব্যাপারে হাফিজ আহমদ বিন আলী সুলাইমানী মন্দ কথা বলেছেন যে, তিনি রাফেযীদের সাথে সম্পর্ক রাখেন। আবার অনুরূপ সুলাইমানীই বলেছেন যে, এটা একটা ভুল ধারণা, বরং ইবনু জারীর ইসলামের একজন বড় ইমাম। {১৬}

★ হাফিজ ইবনু কাছীর লিখেন-

كان من اكابر ائمة العلماء ويحكم بقوله ويرجع الي معرفته وفضله

অর্থাৎ, ইবনু জারীর তাবারী আলেমগণের বড় বড় ইমামগণের মাঝে একজন। তাঁর বক্তব্যের উপর রায় দেয়া যায় এবং তাঁর মর্যাদা ও পরিচিতির দিকে প্রত্যাবর্তন করা যায়। {১৭}

★ ইবনু কাছীর আরো লিখেছেন-

ودفن في داره لان بعض الحنابلة ورعاعهم منعوامن دفنه نهارا ونسبره الي الرفض والجهلة من رماه بالالحاد وحاشاه من ذالك كله

অর্থাৎ, আর তাঁকে স্বীয় ঘরেই দাফন করা হয়েছিল। কেননা (কথিত) হাম্বলীদের কিছু বদলোক তাঁকে দিনের বেলায় দাফন করতে দেয়নি এবং তারা তাঁকে রাফেযী বলত। আর কতেক মূর্খরাতো তাঁকে নাস্তিকও বলত। তিনি এ সকল অপবাদ থেকে ছিলেন পবিত্র। {১৮}

★ আল্লামা ইমাম যাহাবী বলেন-

محمد بن جرير بن يزيد الطبري الامام الجليل المفسر ابو جعفر ثقة الصادق

অর্থাৎ, মুহাম্মদ বিন জারীর বিন ইয়াযীদ আত-তাবারী বড় শান-শওকতপূর্ণ ইমাম এবং মুফাসসীর। তাঁর উপনাম আবু জাফর। তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত (ছিকাহ) এবং সত্যনিষ্ঠ।{১৯}

এই ছিল ইমাম ইবনু জারীর তাবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। তিনি তারীখে তাবারীতে অধিকাংশ রেওয়ায়াত এনেছেন আবু মুখান্নাফ লূত বিন ইয়াহইয়া থেকে। খারেজীরা তার ব্যাপারেও ভুল ব্যাখ্যা করে ফায়দা নিতে চায়। তারা বলে যে, আবু মুখান্নাফকে জরাহ ও তা'দীলের ইমামগণ মিথ্যাবাদী বলেছেন। মূলতঃ এটা তার প্রতি একটা মিথ্যা অপবাদ মাত্র। এ ব্যাপারে নিম্নে আলোচনা করা হল।

{১৬} লিসানুল মীযান, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১০০০
{১৭} আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খন্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ১৪৫
{১৮} আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খন্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ১৪৬
{১৯} মীযানুল ই'তিদাল, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৯৮

★ আল্লামা যাহাবী লিখেন-

قال الدار قطني ضعيف

অর্থাৎ, আবু মুখান্নাফের ব্যাপারে ইমাম দারু কুতনী বলেন যে, সে দ্বয়ীফ বা দূর্বল।{২০}

★ ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী বলেন-

قال الدار قطني ضعيف وقال يحيىٰ بن معين ليس ثبقته

অর্থাৎ, ইমাম দারু কুতনী বলেছেন যে, সে দূর্বল এবং ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন বলেছেন, আবু মুখান্নাফ শক্তিশালী রাবী নয়।{২১}

★ হাফিজ ইবনু কাছীর সাইয়্যেদুনা ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেন-

اكثره من رواية ابي مخنف لوط بن يحيي وقد كان شيعا وهو ضعيف الحديث عند الائمة ولكنه اخباري حافظ عنده من هذه الاشياء ما ليس عند غيره

অর্থাৎ, ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের বর্ণনা অধিকাংশই আবু মুখান্নাফ থেকে বর্ণিত। আর সে ছিল শিয়া এবং ইমামগণের নিকট হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দূর্বল, কিন্তু ইতিহাসের হাফিজ এবং এ বিষয়ে যেন তেন ছিলনা। {২২}

সুতরাং আবু মুখান্নাফের ব্যাপারে বেশী থেকে বেশী হলে এটুকু বলা যায় যে, সে দূর্বল। আর এ কথাও হাদীসের ইমামগণের নিকট স্পষ্ট যে, দূর্বল রাবীর রেওয়ায়াত আহকাম (বিধান) প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়, তবে অবশ্যই ফযীলত বর্ণনা ও আমলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য।

★ সীরাতে হালবিয়া গ্রন্থকার হযরত আলী বিন বুরহানুদ্দীন আল-হালাবী বলেন-

لا يخفي ان السير مجمع الصحيح والسقيم والضعيف والبلاغ والمرسل والمنقطع والمعضل دون الموضوع

অর্থাৎ, এটা গোপন নয় যে, ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে সহীহ, সাক্বীম, দ্বয়ীফ, বালাগ, মুরসাল, মুনকাতি', মু'দ্বাল এ সকল প্রকারের হাদীসই গ্রহণযোগ্য। কেবলমাত্র মাওদু' (বানোয়াট) ছাড়া।{২৩}

{২০} মীযানুল ই'তিদাল, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪২০
{২১} লিসানুল মীযান, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৯২
{২২} আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ২০৬
{২৩} সীরাতে হালবিয়া, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩

এজন্যই ইতিহাসের কিতাবে কোন লেখকই আবু মুখান্নাফকে অগ্রহণযোগ্য বলে বাদ দেননি।

অতএব, এখন আমরা ইমাম ইবনু জারীর তাবারী থেকে ইয়াযীদের ব্যাপারে একজন সাহাবীর বর্ণনা নকল করছি-

♦ ইয়াযীদের ব্যাপারে সাহাবী আবু বারযাহ আসলামী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর আক্বীদা ♦

যখন সাইয়্যেদুনা ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র মাথা মুবারক ইয়াযীদের সামনে রাখা হল, ইয়াযীদ তার ছুরিটাকে ইমাম আলী মাকামের পবিত্র ওষ্ঠের উপর মারতে লাগল।

فقال رجل من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم يقال له ابو برزه الاسلامي أتنكث بقضيبك في ثغو الحسين اما لقد اخذ قضيبك من ثغزه مأخذ الو بما رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم يرشفه اما انك يا يزيد تجئ يوم القيامة وابن زياد شفيعك وتجئ هذا يوم القيامة ومحمد صلي الله عليه وسلم شفيعه

অর্থাৎ, তখন রাসূল পাকের একজন সাহাবী, যার নাম ছিল আবু বারযাহ, তিনি বলতে লাগলেন, তুমি তোমার ছুরি ইমাম হুসাইনের ঠোটের মধ্যে মারছ? (জেনে রাখ) তোমার ছুরি হুসাইনের ঐ স্থানে লাগছে যে স্থানে আমি দেখেছি স্বয়ং রাসূলে খোদা বার বার চুমো খেতেন। হে ইয়াযীদ! কিয়ামতের দিন যখন রবের বারগাহে হাযির হবে, তখন তোমার সুপারিশকারী শুধু ইবনে যিয়াদই হবে। আর এ হুসাইন যখন কিয়ামতের ময়দানে আসবে, তাঁর সুপারিশকারী হবেন স্বয়ং মুহাম্মদ মুস্ফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। {২৪}

হযরত আবু বারযাহ আসলামী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র এ বর্ণনা দ্বারা জানা গেল যে, ইয়াযীদের সুপারিশকারী মুহাম্মদ মুস্ফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নন। এ জন্য আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর মধ্যেও কেউ ইয়াযীদের পক্ষপাতী নেই। কেননা **ما انا عليه واصحابه** -এর উপর শুধুমাত্র আহলুস সুন্নাতই অন্তর্ভূক্ত।

♦ ইয়াযীদের ব্যাপারে ইবনু কাছীরের আক্বীদা ♦

ইবনু কাছীর লিখেন-

{২৪} তারীখে তাবারী, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪৬৫;
আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১৯২

لما خرج اهل المدينة عن طاعته وخلصو وولوا عليهم ابن مطيع وابن حنظلة لم يذكروا عنه وهم اشد الناس عداوة له الا ماذكروه عنه من شرب الخمر واتيانه بعض القاذورات لم يتهموه بذندقة كما يقذفه بعض الروافض بل قد كان فاسقا

অর্থাৎ, মদীনাবাসী যখন ইয়াযীদের বায়'আত ভংগ করে তার আনুগত্য হতে বের হয়ে যায় এবং নিজেদের উপর ইবনু মুতী' ও ইবনু হানযালাকে শাষক নিযুক্ত করে নেয়। এমনকি তাঁরা ইয়াযীদের খুব বেশী দুষমন ছিল। এরপরও তাঁরা শুধু এটা বলত যে, ইয়াযীদ শরাবী এবং অনেক নিকৃষ্ট কাজ তার থেকে প্রকাশ পেয়েছে, তবে তাঁরা ইয়াযীদকে যিন্দিক বলেনি যেমনটি কিছু রাফেযীরা বলে থাকে। আর প্রকৃত কথা এই যে, সে ছিল ফাসিক। {২৫}

♦ হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানী সুন্নী শাফেয়ী-এর আক্বীদা ♦

তিনি বর্ণনা করেছেন-

يزيد بن معاوية بن ابي سفيان الاموي روٰي عن ابيه خالد وعبد الملك بن مروان مقدوح في عدالته وليس باهل ان يروٰي عنه

অর্থাৎ, হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান উমাইয়্যা'র পূত্র ইয়াযীদ তার পিতা হতে এবং ইয়াযীদ থেকে তার পূত্র খালেদ ও আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান বর্ণনা করেছে। ইয়াযীদ ত্রুটিপূর্ণ লোক, সে এর উপযুক্ত নয় যে, তার থেকে কোন বর্ণনা গ্রহণ করা যাবে। {২৬}

বুঝা গেল যে, আইম্মায়ে জরাহ ও তা'দীলের নিকট আবু মুখান্নাফ শিয়া থেকেও ইয়াযীদ নিকৃষ্ট। কেননা বর্ণনার ক্ষেত্রে আবু মুখান্নাফ মু'তাবর (গ্রহণযোগ্য) আর ইয়াযীদ মরদূদ (পরিত্যাজ্য)।

♦ হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট ইয়াযীদকে আমীরুল মুমিনীন বলার শাস্তি ♦

ইবনু হাজার আসকালানী আরো বলেছেন -

قال يحيي بن عبد الملك بن ابي عتبة احد الثقات ثنا نوفل بن ابي عقرب ثقة قال كنت عند عمر بن عبد العزيز فذكر رجل يزيد بن معاوية فقال قال امير المؤمنين يزيد فقال عمر تقول امير المؤمنين يزيد فامر به فضرب عشرين سوطا

{২৫} আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ২৩২
{২৬} লিসানুল মীযান, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২৯৩

অর্থাৎ, ইয়াহইয়া বিন আব্দুল মালেক বিন আবী উতবাহ, যিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাবী, তিনি বলেন- আমাকে নওফল বিন আবী আক্বরাব বলেছেন, তিনিও একজন ছিকাহ রাবী; আমি উমর বিন আব্দুল আযীয-এর নিকট ছিলাম। তখন একলোক ইয়াযীদকে আমীরুল মুমিনীন বলেছিল। উমর বিন আব্দুল আযীয তাকে বললেন, ইয়াযীদকে আমীরুল মুমিনীন বললে? অতঃপর এ ব্যক্তিকে উনার আদেশে ২০টি দোর্রা মারা হয়েছিল। {২৭}

বুঝা গেল যে, ইয়াযীদকে আমীরুল মুমিনীন যে বলবে, সে দোর্রা খাওয়ার মত শাস্তির উপযুক্ত।

♦ আল্লামা যাহাবী-এর আক্বীদা ♦

তিনি বলেন-

يزيد بن معاوية مقدوح في عدالته ليس باهل ان يروٰي عنه وقال احمد بن حنبل لا ينبغي ان يروٰي عنه

অর্থাৎ, ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়া, সে ন্যায়পরায়ণতার ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ। তার থেকে কোন কিছু বর্ণনা করার উপযুক্ত সে নয়। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন, তার থেকে কোন বর্ণনা গ্রহণ করা যাবেনা।{২৮}

ইয়াযীদের হিতাকাংখীদের একটু হলেও লজ্জা করা উচিত যে, এমন লোককে 'রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু' এবং 'রাহমাতুল্লাহি আলাইহি' বলছে, হাদীসের ইমামগণ যাকে আলোচনার উপযুক্তই মনে করেন না।

♦ আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ইমাম বুখারী সুন্নী শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর আক্বীদা ♦

ইমাম বুখারী রাহমাতুলাহি আলাইহি স্বীয় তারীখে কাবীর, ৮ম খন্ডের ৩১৩ থেকে ৩৭১ পৃষ্ঠা পর্যন্ ইয়াযীদ নামের প্রায় ২২৩ জন ব্যক্তির জীবনী লিখেছেন। কিন্তু এতে ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়া-এর একটু আলোচনা পর্যন্ নেই। যদিও কসতানতানিয়া বিজয়ের হাদীসটি তিনিই বর্ণনা করেছেন। যদি ঐ হাদীস দ্বারা (হাদীসটি পরে উপস্থাপন করা হবে) ঐটাই উদ্দেশ্য হত, যা খারেজী-সালাফীরা বুঝে থাকে, তো ইমাম বুখারী খারেজীদের ঐ মগফুর-মরহুমের ব্যাপারে একটু হলেও আলোচনা করতেন না? কিন্তু ইমাম বুখারী রাহমাতল্লাহি আলাইহি-এর নিকট ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়া আলোচনার উপযুক্তই নয়।

{২৭} তাহযীবুত তাহযীব, খন্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৩৬১
{২৮} মীযানুল ই'তিদাল, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৪০

♦হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং ইয়াযীদ ♦

তিনি বলেন-

فان قيل فهل يجوز ان يقال قاتل الحسين لعنة الله او الامر بقتله لعنة الله ؟ قلنا الصواب ان يقال قاتل الحسين ان مات قبل التوبة لعنه الله لانه يحتمل ان يموت بعد التوبة

অর্থাৎ, যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যাকারী এবং তাঁকে হত্যা করার হুকুমদাতার উপর আল্লাহ'র লা'নত, তা বলা কি জায়েয? আমরা বলি, প্রকৃত কথাতো এই যে, ইমাম হুসাইনের হত্যাকারী যদি তাওবা ব্যতীত মারা যায়, তবে তার উপর আল্লাহ'র লা'নত। কেননা এতে একটা সম্ভাবনা থেকে যায় যে, হতে পারে সে তাওবা করেই মারা গেছে। {২৯}

ইমাম গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বর্ণনা থেকে এ কথা প্রমাণ হয়ে গেল যে, সাইয়্যেদুনা ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর কতল ছিল না-হক। অন্যথা কতলকারীর উপর আল্লাহ'র লা'নত জায়েয হত না। আর তার তাওবার শর্ত যুক্ত করাটা ছিল ইমাম গাযযালীর পূর্ণ তাক্বওয়ার প্রমাণ। এ কারণেই তিনি ইয়াযীদের নাম নিয়ে লা'নত করা জায়েয বলেননি।

♦ আবু শুকুর সালামী মুহাম্মদ বিন আব্দুস সাঈদ বিন কুশী{৩০} রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর বক্তব্য ♦

তিনি বলেন -

بيعة الصحابة والمسلمين لم يفق علي يزيد مثل عبد الله بن زبير ومحمد بن الحنفية والحسين بن علي وكثير من اهل البيعة لم يتفق عليه فلم يكن اماما عادلا لا فصح بهذا ان الحسين لم يكن باغيا ثم اختلفوا في جواز اللعن علي يزيد قال بعضهم لا يجوز اللعن عليه لانه كان اماما للمسلمين في سنين وقال بعضهم يجوز لانه كفر بالله حيث اجاز قتل الحسين ورضي بذالك وقال بعضهم بان يزيد لم يأمر القوم بقتل الحسين وانما امرهم بطلب البيعة او بأخذه وحمله اليه فهم قتلوه بغير امره وما رضي بذالك والاصح ان نقول بان يزيد لو امر بقتل الحسين او رضي او اجاز او جوّز اللعن علي اهل البيت فانه يجوز اللعن عليه والا فلا وكذالك قاتله لا يكفر من غير استحلال

অর্থাৎ, সাহাবায়ে কিরাম এবং অন্যান্য সকল মুসলমানগণ ইয়াযীদের বায়'আতের উপর একমত পোষন করেননি। যেমন, আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর, মুহাম্মদ বিন হানাফিয়্যাহ, ইমাম হুসাইন ইবনু আলী এবং অনেক আহলে বাইতের সদস্য, কেহই তার বায়'আতের ব্যাপারে একমত ছিলেন না। এ কারণে যে, ইয়াযীদ ন্যায়পরায়ণ শাষক ছিল না এবং একই কারণে ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুও বিদ্বেষী ছিলেন না। এ জন্য আলেমগণ ইয়াযীদের উপর লা'নত করার ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন। কেউ বলেন যে,

---

{২৯} এহইয়াউ উলূমিদ্দীন, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১১২

{৩০} এ বুযুর্গ আমাদের আক্বা ও মাওলা দাতা গঞ্জে বখশ লাহুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সমসাময়িক ছিলেন

ইয়াযীদের উপর লা'নত করা জায়েয নয়, কেননা সে কিছু দিন মুসলমানদের শাষক ছিল। আবার কেউ বলেন, ইয়াযীদের উপর লা'নত করা জায়েয। কেননা সে আল্লাহকে অস্বীকারকারী। সে ইমাম হুসাইনকে কতল করার হুকুম দিয়েছে এবং এর উপর সম্মত ছিল। আবার কেউ বলেন, ইয়াযীদ ইমাম হুসাইনকে কতল করার হুকুম দেয়নি বরং বায়'আত তলব করেছিল অথবা তাঁকে পাঁকড়াও করে নিজের কাছে হাযির করার জন্য বলেছিল, কিন্তু ইয়াযীদের সম্প্রদায় তাঁকে শহাদত করে দিয়েছিল এবং ইয়াযীদ এ কতলের উপর সম্মত ছিলনা। বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, আমরা বলব, যখন ইয়াযীদ হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র কতল করার জন্য হুকুম দিয়ে থাকে অথবা এতে সম্মত থাকে এবং ইমাম হুসাইনের কতলকে বৈধ মনে করে অথবা আহলে বাইতের উপর লা'নত করাকে জায়েয মনে করে, তবে ইয়াযীদের উপরও লা'নত করা জায়েয। আর যদি এমনটি না হয় তবে জায়েয নয়। একই হুকুম ইমাম হুসাইনকে শহীদকারীদেরও।{৩১}

♦ আল্লামা তাফতাযানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর আক্বীদা ♦

তিনি শরহে আক্বায়েদে নাসাফীতে বর্ণনা করেন-

اتفقوا علي من قتله او امر به اواجازه ورضي به والحق ان رضا يزيد بقتل الحسين واستشهاده بذالك واهانة اهل بيت النبي صلي الله عليه وسلم مما تواتر معناه وان كان تفاصيلها احادا فنحن لا نتوقف في شانه بل في ايمانه لعنة الله عليه وانصاره واعوانه

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ইমাম হুসাইনকে শহীদ করেছে, অথবা এর আদেশ দিয়েছে কিংবা অনুমতি দিয়েছে এবং এর উপর সম্মত ছিল সেই ব্যক্তিকে লা'নত করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সকল আলেম ঐক্যমত পোষন করেছেন। আর প্রকৃত কথা এই যে, ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়া যদি হযরত হুসাইনের শাহাদাতে রাজী থাকে, তাহলে তাকে লা'নত দেয়া বৈধ হবে। আর ইমাম হুসাইনের শাহাদাতে ইয়াযীদের আনন্দ করা এবং রাসূলাল্লাহ'র বংশধরগণকে ঘৃণা করা ও তাঁদেরকে অপমান করার ব্যাপারে এমন অনেক রেওয়ায়াত রয়েছে যা অর্থের দিক থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছেছে, যদিও পৃথক পৃথকভাবে খবরে ওয়াহেদ। আমরা ইয়াযীদের ব্যাপারে কোন নিরবতা পালন করবনা বরং তার ঈমান সম্পর্কেও না। আল্লাহ তায়ালা তার উপর, তার সাহায্যকারী এবং তার দলের উপর লা'নত বর্ষণ করুক। {৩২}

♦ শায়খ কামালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ, যিনি ইবনু আবী শরীফ (কুদ্দিসা সিররুহু) শাফেয়ী হিসেবে পরিচিত, তাঁর বক্তব্য ♦

তিনি বলেন-

{৩১} তামহীদে আবু শুকুর, পৃষ্ঠা : ১৭০
{৩২} শরহে আক্বায়েদে নাসাফী, পৃষ্ঠা : ১৩৭

قد اختلف في اكفار يزيد فقيل نعم لما وقع منه من الاجتراء علي الذرية الطاهرة كالامر بقتل الحسين رضي الله عنه وما جرٰي مما ينبو عن سماعه الطبع ويصم لذكره السمع وقيل لا اذ لم يثبت لنا عنه تلك الاسباب الموجبة للكفر وحقيقة الامواي الطريقة الثابتة القويمة في شانه التوقف فيه ورجع الامر الي الله سبحانه

অর্থাৎ, ইয়াযীদ কাফের কিনা, এ ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ তাকে কাফের বলে থাকেন এ হিসেবে যে, সে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আওলাদ পাকের উপর এত খারাপ আচরণ করেছে যে, সে সাইয়্যেদুনা ইমাম হুসাইনকে শহীদ করার আদেশ দিয়েছে এবং এমন অনেক কাজ সে করেছে, যা কোন সুস্থ ও ভদ্র স্বভাবের মানুষ শুনতেই পারে না। আবার কেউ তাকে কাফের বলেনি। কেননা কাফের হওয়ার জন্য যে সকল কারণগুলো দরকার তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয়। তবে এটাই উত্তম যে, এ ব্যাপারে চুপ থাকবে এবং তার ব্যাপারটি আল্লাহ তায়ালাকে সোপর্দ করে দিবে। {৩৩}

♦ আল্লামা আব্দুল আযীয মরহুম নিবরাস শরহে আক্বায়েদে বলেন ♦

بعضهم اطلق اللعن عليه منهم ابن الجوزي المحدث وصنف كتابا سماه الرد علي المتعصب العنيد المانع عن ذم يزيد ومنهم الامام احمد بن حنبل ومنهم القاضي ابو يعلي

অর্থাৎ, অনেক আলেম ইয়াযীদকে লা'নত করা জায়েয বলেছেন। যারা তাকে মালাউন বলেছেন তন্মধ্যে এক বড় মুহাদ্দীস ইবনু জাওযীও রয়েছেন। তিনি এ ব্যাপারে একটি কিতাবও লিখেছেন **"আর-রাদ্দু আলাল মুতায়াছছিব আল-আনীদিল মানিয়ি আন যাম্মি ইয়াযীদ"** নামে। আর তাঁদের মধ্যে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলও রয়েছেন এবং ইমাম কাযী আবু ইয়া'লাও ইয়াযীদকে মালাউন বলেছেন। {৩৪}

স্মর্তব্য যে, মুহাদ্দিস ইবনু জাওযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শরীয়তের সীমা সংরক্ষণে খুবই কঠুর ছিলেন এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র জালালতে শানতো বলার অপেক্ষাই রাখেনা। ইমাম বুখারী এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিস যার ছাত্র। সাইয়্যেদুনা গাউছুছ ছাকালাইন এর মত ব্যক্তি যার মাযহাবের অনুসারী।

♦ আল্লামা মুল্লা আলী কারী আল-মাক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বক্তব্য ♦

তিনি বলেন-

اختلف في اكفار يزيد قيل نعم يعني لما ورد عنه ما يدل علي اكفاره من تحليل الخمر ومن تفوهه بعد قتل الحسين واصحابه اني جازيتهم لما فعلوا باشياخ قريش وصناديدهم في بدر

{৩৩} আল-মুসামেরা, পৃষ্ঠা : ৩১৭
{৩৪} নিবরাস, পৃষ্ঠা : ৫৫৩

অর্থাৎ, ইয়াযীদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। যারা তাকে কাফের বলেছে তাঁদের পক্ষে দলীল হল, সে মদকে হালাল করে দিয়েছে এবং সাইয়্যেদুনা ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর সাথীবর্গের শাহাদাতের পর এটা বলেছিল যে, আমি তাদেরকে (আহলে বাইতকে) এটার বদলা নিয়েছি যা আমার পূর্বপরুষদের সাথে বদর প্রান্তরে করা হয়েছিল।{৩৫}

এরপর তিনি আরো বলেন-

ما تفره به بعض الجهلة من ان الحسين كان باغيا فباطل عند اهل السنة والجماعة ولعل هذا من هذيانات الخوارج عن الجادة

অর্থাৎ, কিছু অজ্ঞলোক যারা বলে যে, ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বিদ্বেষ পোষনকারী ছিলেন, তাদের এ দাবীটি আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর নিকট সম্পূর্ণই বাতিল (অর্থাৎ এটি কোন আহলুস সুন্নাতেরই বক্তব্য নয়), এটা শুধু খারেজীদেরই প্রলাপ মাত্র।{৩৬}

♦ শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন ♦

উলামায়ে আহলে সুন্নাতের কেউ কেউ ইয়াযীদের ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনের কারণে ইয়াযীদের শান ও ফযীলত বর্ণনা করতে শুরু করে দেয় এবং এটাও বলে বেড়ায় যে, অধিকাংশ মুসলমান যেখানে তাকে শাষক নিযুক্ত করেছে, সেখানে ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর উপরও আবশ্যক ছিল যে, তার আনুগত্য করা। আল্লাহ এই বক্তব্য ও আক্বীদা থেকে আমরা পানাহ চাই। যেখানে স্বয়ং ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু শাষক নিযুক্ত হওয়ার কথা ছিল সেখানে ইয়াযীদ কি করে শাষক হইতে পারে? আর মুসলমানগণের ঐক্যমতও বা এর উপর কি করে সাব্যস্ত হল, যেখানে ঐ সময়কার সাহাবায়ে কিরাম এবং তাঁদের আওলাদ যারাই ছিলেন সকলেই ইয়াযীদের আনুগত্যের উপর অসন্তুষ্টির ঘোষনা দিয়ে দিয়েছিলেন!!! মদীনা শরীফ থেকে সিরিয়াতে কিছু লোককে জোড়-যবরদস্তি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁরা ইয়াযীদের মন্দ কার্যকালাপ দেখে পুনরায় মদীনাতে ফিরে আসেন এবং তাঁদের অনিচ্ছাকৃত এ বায়'আতকে ভংগ করার প্রকাশ্য ঘোষনা দেন, আর বলেন যে, সে আল্লাহ'র দুষমন, শরাবখোর, নামাজত্যাগকারী, ব্যভিচারী, ফাসিক, এমনকি মুহরিমদেরকেও বিবাহকারী।

- কারো অভিমত হল যে, ইয়াযীদ হযরত হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর কতলের আদেশ দেয়নি, আর না সে এতে সম্মত ছিল। ইমাম হুসাইন এবং আহলে বাইতের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) শাহাদাতের কারণে সে কখনো সন্তুষ্ট এবং প্রশান্ত হয়নি। আমাদের নিকট এ বক্তব্য অবান্তর এবং বাতিল। কেননা আহলে বাইতের সাথে ইয়াযীদের শত্রুতা এবং আহলে বাইতের প্রতি তার তিরষ্কার ও অপমান করার ঘটনা মুতাওয়াতির সুত্রে তার থেকে বর্ণিত হয়ে আসছে, ঐ সকল ঘটনাবলী অস্বীকার করা যায় না।

{৩৫} শরহে ফিকহে আকবর, পৃষ্ঠা : ৭৩
{৩৬} শরহে ফিকহে আকবার, পৃষ্ঠা : ৭২

- আবার আরেক দলের অভিমত হল, হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে শাহাদাত করা মূলতঃ কবীরা গুনাহ। কেননা অন্যায়ভাবে কোন মুসলিমকে হত্যা করা কবীরা গুনাহই হয়ে থাকে, কুফুরী নয়; কিন্তু লা'নততো কাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট। এ ধরণের মন্তব্যকারীদের প্রতি আফসোস! যে তারা নবী পাকের বাণী থেকেও বে-খবর। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এবং তাঁর আওলাদ পাকের সাথে বিদ্বেষ এবং শত্রুতা রাখা ও তাদেরকে কষ্ট দেয়া এবং তাঁদেরকে অবজ্ঞা করা স্বয়ং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথেই শত্রুতা ও কষ্ট দেয়ার কারণ। ঐ হাদীস শরীফের আলোকে এ ব্যক্তিরা ইয়াযীদের ব্যাপারে কি ফায়সালা দিবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা'র অবজ্ঞা এবং শত্রুতা কি কুফর এবং লা'নতের কারণ নয়?? আর এ কথা জাহান্নামের আগুনে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট নয়??? আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة واعدلهم عذابا مهينا

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয় নিঃসন্দেহে তারা দুনিয়া এবং আখিরাতে লা'নতের উপযুক্ত, আর আল্লাহ পাক তাদের জন্য করেছেন কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা। (সূরা আহযাব, আয়াত: ৫৭)

- কিছু লোকের অভিমত হল এমন যে, ইয়াযীদের শেষ অবস্থা সম্বন্ধে যেহেতু কিছু জানা যায় না, এমনো হতে পারে সে কুফর এবং পাপ করার পর তওবা করে নিয়েছে এবং তার শেষ নিঃশ্বাস তাওবাকারী হিসেবে হয়েছে। ইমাম গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও তাঁর এহইয়াউ উলূমিদ্দীন কিতাবে এমনটাই ব্যক্ত করেছেন।

- পূর্ববর্তী আলেমগণ এবং উম্মতের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ থেকে অনেকেই ইয়াযীদের উপর লা'নত করেছেন, তন্মধ্যে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল-এর মত বুযুর্গ ব্যক্তিও অন্তর্ভূক্ত। ইবনু জাওযী, যিনি শরীয়ত এবং সুন্নাতে নববীর ব্যাপারে খুবই কঠুর ছিলেন; তিনিও স্বীয় কিতাবে ইয়াযীদের উপর লা'নত করার পক্ষে সালফে সালেহীন আলেমগণের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন।

- আবার কিছু সংখ্যক আলেম লা'নত করতে নিষেধ করেছেন এবং আবার কিছু সংখ্যক নিরব থেকেছেন।

আমাদের বক্তব্য হল, ইয়াযীদ অত্যন্ত ঘৃণার পাত্র ছিল। ঐ বদবখত যে সকল কাজ করেছে তা খুবই খারাপ ছিল। মদীনা মুনাওয়ারায় সৈন্য পাঠিয়েছে এবং ঐ পবিত্র শহরের বে-ইজ্জত করেছে এবং মদীনাবাসীদের রক্তে হাত রঞ্জিত করেছে। অত্যন্ত বুযুর্গ সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈনগণকে খুব কষ্ট দিয়েছে এবং অপমান করেছে। মদীনা শরীফ-এর অপমানের পর সে মক্কা মুয়াজ্জমা ধ্বংসের আদেশ দিয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের কারন হয়েছে এবং এ অবস্থায়ই সে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছে। আর তার তাওবা ও ফিরে আসার ব্যাপারটাতো আল্লাহই অধিক জানেন। আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের এবং সকল ঈমানদারগণের অন্তরে ইয়াযীদের মুহাব্বত এবং প্রেম, তার সাহায্য-সহযোগীদের বন্ধুত্ব-ভালবাসা এবং ঐসকল লোকের সাথে (যারা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আহলে বাইতের সাথে শত্রুতা রেখে আসছে এবং তাদের মর্যাদাকে পদদলিত করে আসছে এবং তাঁদের ভালবাসা ও বন্ধুত্ব হতে বঞ্চিত) বন্ধুত্ব থেকে মাহফুজ এবং নিরাপদ রাখেন। আর দুনিয়া ও আখেরাতে আহলে বাইতের দলভূক্ত এবং মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

বিহুরমাতিন নাবিয়্যী ওয়া আলিহীল আমজাদি ওয়া বিমান্নাহী ওয়া কারামিহী ওয়া হুয়া কারীবুম মুজীব।{৩৭}

শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর এ বক্তব্যটুকু পূর্ববর্তী সকল বর্ণনাসমুহের সারকথা। এ পথ ও মতই হল আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত-এর। আল্লাহ পাক সর্বদা-সবসময়ই আহলুস সুন্নাতকে এ মসলকের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

♦ উম্মতে মুসলিমার মাঝে মতানৈক্য ♦

ইয়াযীদকে কাফের ও লা'নতী বলার ব্যাপারে মুসলিম উম্মতের মাঝে অবশ্যই মতানৈক্য রয়েছে। যেমনটি আমরা আলোচনা করেছি। কেউ তাকে কাফের এবং লা'নতী বলেছেন, আবার কেউ তাকে কাফের ও লা'নতী বলতে নিষেধ করেন। আবার কেউ না নিষেধ করেন আর না কাফের ও লা'নতপ্রাপ্ত বলেন। এ তিনটি মতই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত-এর। কিন্তু এ **সত্যপন্থীদের মাঝে আজ পর্যন্ত এমন একজনও ছিলনা, যে ইয়াযীদকে 'রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু' বা 'রাহমাতুল্লাহি আলাইহি' বলেছেন। ইয়াযীদকে 'রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু' বা 'রাহমাতুল্লাহি আলাইহি' বলা (বা তাকে আমীরুল মুমিনীন বলা বা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলা) মূলতঃ খারেজীদেরই কাজ (আর এ যুগে ঐ খারেজীদেরই আরেকটি উপদল হল কথিত নব্য সালাফী বা আহলে হাদীস সম্প্রদায় এবং তাদের মধ্যে ডাঃ জাকির নায়েকও রয়েছে - অনুবাদক)**। যেমন খারেজীদের একটি বিজ্ঞাপন, যা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তা ইয়াযীদের পক্ষে এ নামে প্রকাশ হয়েছে যে, **"রশীদ ইবনে রশীদ আমীরুল মুমিনীন ইয়াযীদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু"**। ঐ খারেজীদেরই আরো একটি লিফলেট নজরে পড়ল যাকে তারা ইবনু তাইমিয়ার দিকে সম্পর্কিত করেছে। এ লিফলেটটির নাম **"হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং ইয়াযীদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু"**। লিফলেটটির শেষদিকে ইবনে তাইমিয়ার কিতাব মিনহাজুস সুন্নাহ-এর হাওলা রয়েছে। ইবনু তাইমিয়া যদিও এমন কোন ব্যক্তি নয়, যার কথার দিকে কান লাগানো যায়; তারপরও আমরা অনেক খোঁজ করে দেখেছি যে, ইবনু তাইমিয়া তার পুস্কের কোথাও ইয়াযীদকে রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছে কিনা। কিন্তু আমরা তা পাইনি কারণ সে এমনটি লিখেওনি। এটা ইবনু তাইমিয়ার উপর খারেজীদের একটা অপবাদ, যদিও খারেজীরা ইবনু তাইমিয়াকে তাদের দ্বীন-দুনিয়ার বড় ইমাম হিসেবে মান্য করে। আরবীতে একটি প্রবাদ আছে- **اذا فاتك الحياء فافعل ما شئت** (যখন তোমার থেকে লজ্জা বিদায় নিয়েছে, তুমি যা খুশী করতে পার)। তাদের অবস্থাও অনুরূপ। বরং ইবনু তাইমিয়া তার আলোচনায় একটি প্রশ্ন তুলেছে, যার জবাব সে নিজেও দিতে পারেনি এবং তার পরে কোন খারেজীও (কথিত সালাফীও) দিতে পারবেনা। সে লিখেছে-

انه جهّز باحسن الجهاز وارسلهم الي المدينة لكنه مع ذالك ما انتصر للحسين ولا امر بقتل قاتله ولا أخذ بثاره

অর্থাৎ, ইয়াযীদ ইমাম হুসাইনকে উত্তম সাজে সজ্জিত করে মর্যাদার সাথে মদীনা শরীফে পাঠিয়ে দিত। তা নয়, বরং ইমাম হুসাইনের কোন দেখ ভাল সে করেনি, আর না তাঁকে শহীদকারীদেরও হত্যা করেছে, আর তাও নয় যে, সে ইমাম আলী মাকামের রক্তের বদলা সে নিয়েছে। {৩৮}

{৩৭} তাকমীলুল ঈমান {উর্দু }, পৃষ্ঠা : ১৭৮, ১৭৯
{৩৮} মিনহাজুস সুন্নাহ, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪৯

যার অন্তরে সামান্যতমও ঈমান রয়েছে, সে নিজেই ফায়সালা করে নিবে যে, ইবনু তাইমিয়ার এ বক্তব্যটুকু কোন বিষয়ের দিকে ইংগিত করেছে। অর্থাৎ যদি ইয়াযীদ সাইয়্যেদুনা ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র হত্যার ব্যাপারে উসকানি দাতা না হয়ে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা'র আহলে বাইতের হিতাকাংখী হত, তবে ইমাম হুসাইনের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে উনার হত্যাকারীদেরকে অবশ্যই সে হত্যা করত এবং ইমাম আলী মাকাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র রক্তের বদলা নিত। কেননা সে ঐ সময়ের শাষক ছিল এবং এর উপর ক্ষমতাবান ছিল। এ সব কিছুই না করা এ কথারই দলীল যে, ইয়াযীদের দামান ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র রক্তে অবশ্যই অবশ্যই পবিত্র নয়। শরীয়তের বিধিমালার আলোকে তার ব্যাপারে এটুকুই যথেষ্ট, যা আমরা উল্লেখ করেছি। সহজ-সরল ঈমানদারদেরকে বিপথে নেয়া এবং তাঁদের অন্তরে ইয়াযীদের মুহাব্বত সৃষ্টি করার জন্য খারেজী-ওহাবী-সালাফীদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হল কসতানতানিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কিত হাদীসটি। এ জন্য নিম্নে এ হাদীসটি এবং এর প্রকৃত ব্যাখ্যা তুলে ধরা হল।

♦ কসতানতানিয়ার যুদ্ধের হাদীস ♦

قال عمير فحدثتنا ام حرام انها سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول اول جيش من امتي يغزون البحر قد اوجبوا قالت ام حرام قلت يا رسول الله انا فيهم قال انت فيهم ثم قال النبي صلي الله عليه وسلم اول جيش من امتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم

অর্থাৎ, হযরত উমাইর বলেন যে, আমাদের নিকট হযরত উম্মে হারাম হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মতের মধ্যে তারা প্রথম সারীর সৈন্যদের অন্তর্ভূক্ত, যারা গাযওয়ায়ে বাহরে লড়াই করবে। তাঁদের উপর জান্নাত ওয়াজিব। উম্মে হারাম বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি তাঁদের অন্তর্ভূক্ত? ফরমালেন, হ্যাঁ, তুমি তাঁদের অন্তর্ভূক্ত। তারপর আবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমার উম্মতের মধ্যে তাঁরাও প্রথম সারীর সৈন্য, যারা কসতানতানিয়ার যুদ্ধে লড়াই করবে। তাঁরা ক্ষমাপ্রাপ্ত।{৩৯}

খারেজী-ওহাবী-সালাফীদের দলীল এই যে, কসতানতানিয়ায় লড়াইকারী সকল সৈন্যকে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। আর ইয়াযীদ ঐ সৈন্যবাহিনীর সেনাপ্রধান ছিল। সুতরাং সে এ বাণীরই অন্তর্ভূক্ত। এ থেকে ইয়াযীদের বড় মর্যাদার কথা প্রমাণ হয়।

♣ জবাব-১ :

যদি এ হাদীস ইয়াযীদের মর্যাদা বহন করার দলীল হত যেমনটি খারেজীরা বলে আসছে, তবে সত্যপন্থী আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত-এর কোননা কোন ব্যক্তিতো ইয়াযীদকে 'রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু' বা 'রাহমাতুল্লাহি আলাইহি' বলতেন। অথবা কমপক্ষে ইয়াযীদকে ইজ্জত ও সম্মানের চোখে দেখতেন। কিন্তু

{৩৯} বুখারী শরীফ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪০৯

এরূপতো কখনই হয়নি বরং দুনিয়ার সমস্ত আহলুস সুন্নাতের নিকট ইয়াযীদ অত্যন্ত ঘৃণার পাত্র। স্বয়ং ইমাম বুখারী, যিনি কসতানতানিয়ার যুদ্ধের এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর তারীখে কাবীর গ্রন্থে ইয়াযীদ নামের প্রায় ২২৩ জন ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, কিন্তু ইয়াযীদ ইবনু মুয়াবিয়া সম্পর্কে সামান্যতম আলোচনা পর্যন্ত করেননি। যা এ কথারই স্পষ্ট দলীল যে, ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট ইয়াযীদ এমন এক নিকৃষ্ট এবং মন্দ লোক, যে আলোচনারই উপযুক্ত নয়।

♣ জবাব-২ :

উসূলে ফিকহের কিতাবসমূহে একটি মাসয়ালা রয়েছে যে,

ما من عام الا خص منه البعض

অর্থাৎ, এমন কোন আম (ব্যাপক) বিষয় নেই, যাতে কিছু অংশ খাছ (বিশেষ) নাই।

বুঝা গেল প্রত্যেক আম বিষয়ে বিশেষ কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট অবশ্যই হয়ে থাকে। এ উসূলের উপর ভিত্তি করেই হাদীসের বিশেষজ্ঞগণ হাদীসে কসতানতানিয়ার এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন যে-

لا يلزم من دخوله في ذالك العموم ان لا يخرج بدليل خاص اذ لا يختلف اهل العلم ان قوله صلي الله عليه وسلم مغفور لهم مشروط بان يكونوا من اهل المغفرة حتي لوارتم واحد من من غزاها بعد ذالك لم يدخل في ذالك العموم اتفاقا فدل علي ان المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم

অর্থাৎ, ইয়াযীদের এ উমূমে অন্তর্ভূক্ত হওয়া থেকে এটা আবশ্যক হয়না যে, সে কোন খাছ (বিশেষ) দলীল দ্বারা এ উমূম থেকে বাহির হতে পারে না। কেননা উলামায়ে কিরাম কেউই এ ব্যাপারে মতানৈক্য করেনি যে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা'র এ বাণী "তাঁরা ক্ষমতাপ্রাপ্ত" শর্তযুক্ত, মুতলাক (শর্তহীন) নয়। আর তা হল এই যে, তাঁরাই ক্ষমাপ্রাপ্ত যারা ক্ষমা পাওয়ার উপযুক্ত। যদি সৈন্যদের মধ্য থেকে কেউ মুরতাদ হয়ে যায়, সে এ সুসংবাদের অন্তর্ভূক্ত নয়। এ কথার উপর সকল আলেম ঐক্যমত পোষন করেছেন। অতএব এ ঐক্যমত এ কথার দলীল যে, কসতানতানিয়ার সৈন্যদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই ক্ষমাপ্রাপ্ত, যার মাঝে মৃত্যু পর্যন্ত ক্ষমা পাওয়ার শর্তসমূহ পাওয়া যায়। {৪০}

♣ মুহাদ্দিস কিরামগণের উপর্যুক্ত ফায়সালার পক্ষে জোড়ালো সত্যায়ন:

সারওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা'র এ বাণীও রয়েছে যে-

من قال لا اله الا الله فدخل الجنة

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মুখে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

{৪০} ফাতহুল বারী শারহুল বুখারী, খন্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৯৪

এ বাণীকে কি আম (ব্যাপকার্থবোধক) রাখা যাবে? না! কখনই না। আর যদি রাখা হয়, তবে মীর্যা কাদীয়ানীর উম্মতরা কাফের কেন? তারাওতো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে। স্বয়ং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মত ৭৩ দল হবে। এটা এ কথাই প্রমাণ করে যে, ঐ সকল দলও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে থাকে। এরপরও ৭২ দল জাহান্নামী হবে। বুঝা গেল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়েও জান্নাতী হওয়া শর্তযুক্ত।

আমার তৌফিক অনুযায়ী যা আমি পাঠকের খেদমতে উপস্থাপন করেছি, জ্ঞানীদের জন্য আল্লাহ্ চাহেতো এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই যথেষ্ট হবে। আর অস্বীকারকারীদের জন্য পুরো দফতর তৈরী করাও বেকার এবং অর্থহীন।

♦♦♦ ঘোষনা ♦♦♦

আমাদের এ জমানার খারেজী-ওহাবী-সালাফীদের চ্যালেঞ্জ করছি যে, কারবালার ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত যদি সারা বিশ্বের আহলুস সুন্নাতের কোন ব্যক্তি ইয়াযীদকে রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু লিখেছেন বলে প্রমাণ করতে পার, তবে প্রমাণকারী প্রতিটি হাওলার জন্য ১০০ রুপি (মূল লেখকের সময়কার ভারতীয় মুদ্রা) পুরষ্কার হিসেবে গ্রহণ করবে।

♠♠♠♠♠♠♠♠♠

হুযুর কিবলার লিখিত কিতাবসমূহ

(১) পারের তরী
(২) মীলাদে আ'যম 'আলান্ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
(৩) ফাতাওয়ায়ে রাবিয়া (১ম খন্ড); জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও ধনী-গরীব কেন হয়
(৪) ফাতাওয়ায়ে রাবিয়া (২য় ও ৩য় খন্ড); হিদায়াত ও কুফরিয়াত
(৫) ফাতাওয়ায়ে রাবিয়া (৪র্থ ও ৫ম খন্ড); ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণের বিধান এবং মাইকযোগে ইবাদত
(৬) ফাতাওয়ায়ে রাবিয়া (৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম খন্ড); সুন্নাতের পরিচয়সহ টুপি ও পাগড়ীর বিধান
(৭) ফাতাওয়ায়ে রাবিয়া (৯ম ও ১০ম খন্ড); মিসওয়াক ও ব্রাসের বিধান
(৮) ফাতাওয়ায়ে রাবিয়া (১১শ ও ১২শ খন্ড); মিহরাব ও মিম্বরের বিধান
(৯) ফাতাওয়ায়ে রাবিয়া (১৩শ ও ১৪শ খন্ড); মাইকযোগে আযান ও নামাজ
(১০) রেজভী তাহ্ক্বীক্বাত
(১১) খুতবাতুন নাজীর বা অছিয়ত নামা

দরগাহ্ শরীফের অন্যান্য কিতাবসমূহ

(১) ওরছে আযীম উপলক্ষ্যে বাৎসরিক বিশেষ স্মরণিকা "আর-রেযা", সম্পাদনায় : বাংলাদেশ রেজভীয়া উলামা পরিষদ
(২) সুন্নাতের নামে সুন্নাতের বিরোধিতা, লেখক : মুফতী ইব্রাহীম খলীল রেজভী
(৩) খাসী দ্বারা কোরবানী করার শরয়ী বিশ্লেষণ, লেখক : মুফতী ইব্রাহীম খলীল রেজভী
(৪) কুরবানি (ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও আহ্কাম), লেখক : মুহাম্মদ আলমগীর হোসাইন রেজভী আন-নাজিরী
(৫) উলামায়ে আহ্লে সুন্নাতের দৃষ্টিতে ইয়াযীদ, লেখক : মুহাম্মদ আলমগীর হোসাইন রেজভী আন-নাজিরী

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

আমাদের কিতাবসমূহ সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন

মোবাইল : ০১৭২৬১৫১৯৫৩, ০১৭৪৭১৩৮১৮১ ই-মেইল : alamgirnajiry@gmail.com

অথবা, ভিজিট করুন

facebook.com/razvia.dargah786, www.rejvia.com